তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৮৮

**বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিনের মৃত্যুবার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৭ সেপ্টেম্বর বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ মোহাম্মদময়েজউদ্দিনের ৩৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

‘‘প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ মোহাম্মদময়েজউদ্দিনের ৩৮তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

শহিদ মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন ১৯৩০ সালের ১৭ মার্চ গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বড়হরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে একজন রাজনীতিবিদ, আইনজীবী ও সমাজকর্মী। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনায়ও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৯৭০ এবং ১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে যথাক্রমে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন দীর্ঘদিন বৃহত্তর ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পরবর্তীতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। রাজনীতির পাশাপাশি বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটিসহ বিভিন্ন জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় ভূমিকার জন্য তাঁকে ‘স্বাধীনতা পদক’ প্রদান করা হয়।

১৯৮৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী আহূত সকাল-সন্ধ্যা হরতালের সমর্থনে কালীগঞ্জে একটি মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার সময় সন্ত্রাসীদের হাতে ময়েজউদ্দিন নির্মমভাবে নিহত হন। বর্বরোচিত এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো সারা দেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর এ আত্মদানের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন আরো জোরালো হয়ে উঠে এবং স্বৈরাচারের পতন ত্বরান্বিত হয়।

শহিদ ময়েজউদ্দিন ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ ও পরীক্ষিত সহচর। তিনি সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। আজীবন তিনি মাটি ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর জীবন ও কর্ম তরুণ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আমি শহিদ মোহাম্মদময়েজউদ্দিনের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।’’

#

ইমরানুল/রফিক/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২২/২২২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৮৭

**ধর্ম জীবন থেকে আলাদা করা যায় না**

**---সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

লালমনিরহাট, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, ধর্ম জীবন থেকে আলাদা করা যায় না, তা কখনও হারিয়ে যায় না। ধর্ম জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

মন্ত্রী আজ লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভা ও জি আর চালের ডি ও বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষ সৃষ্টি করে চলার জন্য দিয়েছেন ধর্ম । মানুষের জন্যই ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়। এই ধর্মকে যথাযথ মেনে চলে আমরা যেন এই জীবন-সংসারে শৃঙ্খলভাবে জীবনযাপন করতে পারি সেটাই হল ধর্মের মূল উদ্দেশ্য।

মন্ত্রী আরো বলেন, বিগত দিনে স্বাধীনতা বিরোধী ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীরা ক্ষমতায় ছিল।  সে সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অনেক অত্যাচার, অন্যায় এমনকি মন্দির পর্যন্ত ভাঙচুর করা হয়েছে। তারা শান্তিতে ঘুমাতে পারেনি।  প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর তাঁর নেতৃত্বে মানুষ এখন শান্তিতে বসবাস করছে। তিনি সব সময় ধর্মের কথা বলেন। আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে হিন্দু সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বড় উৎসব আর কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হবে আপনারা যাতে নির্ভয়ে, নির্বিঘ্নে পুঁজা উদ্‌যাপন করতে পারেন তার জন্য প্রশাসন সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

আলোচনা সভা শেষে মন্ত্রী উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের ১১৪টি মন্দিরের সভাপতির হাতে ৫শত কেজি জি,আর চালের ডি ও হস্তান্তর করেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার জি আর সারোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মফিজুল ইসলামের সঞ্চালনে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ফারুক ইমরুল কায়েস, কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও চলবলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান মিজু, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ মোল্লা, উপজেলা পুজা উদ্‌যাপন পরিষদের চেয়ারম্যান পূর্ণ চন্দ্র বর্মন, সাধারণ সম্পাদক তপন কুমার ঘোষ ও যুগ্ম-সম্পাদক রূপকান্ত চন্দ্র বর্মন প্রমুখ।

#

জাকির/রফিক/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২২/২২১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৮৬

জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন ও জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়োশিমাসার মধ্যে আজ জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সংসদ সদস্য সেলিমা আহমেদ, জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ এবং দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আগামীকাল (২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২) জাপানের সদ্যপ্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানের জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বর্তমানে জাপানে অবস্থান করছেন। আজ টোকিওতে পৌঁছানোর পরপরই এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকের শুরুতে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের জন্য বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় শোক পালন এবং জাতীয় সংসদে শোক প্রস্তাব গ্রহণের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এছাড়া তিনি ঢাকাস্থ জাপানের দূতাবাসে গিয়ে শোকবই স্বাক্ষর করার জন্য ও রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানের জন্যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশের অন্যতম বন্ধু জাপানের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলাদেশ অত্যন্ত মর্মাহত বলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন উল্লেখ করেন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশের কঠোর অবস্থানের কথাও পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, শিনজো আবে দীর্ঘ সময় জাপানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং তার সময়ে দু’দেশের সম্পর্ক ‘সমন্বিত অংশীদারিত্বে’ উন্নীত হয়েছিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন জাপানের  সাথে বাংলাদেশের বর্তমান সুসম্পর্ককে আরো অধিক উচ্চতায় উন্নীত করার লক্ষ্যে একযোগে কাজ করার আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

জাপানকে বৃহত্তম দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড.মোমেন বাংলাদেশে আরো জাপানি বিনিয়োগের আমন্ত্রণ জানান এবং দু'দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধিতে আরো জোর দেন। এছাড়া দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিয়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গাদের বর্তমান অবস্থা, সমস্যা এবং স্থায়ী সমাধানের বিষয়ে জাপানের সহযোগিতা চান। জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হায়াশি বাংলাদেশকে অব্যাহত সহায়তা প্রদানের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হায়াশি ইউক্রেন, উত্তর কোরিয়া এবং ইন্দো-প্যাসিফিকের বিষয়ে জাপানের অবস্থান তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশের সহযোগিতা কামনা করেন। বিশ্ব শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় বাংলাদেশের অবদান, শান্তির সংস্কৃতি বিনির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রী বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন।

বৈঠকে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পারস্পরিক সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের জন্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। দু’দেশের মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়ে নিতে দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

#

মোহসিন/রফিক/সঞ্জীব/আরাফাত/লিখন/২১৫৪ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৮৫

**বাংলাদেশের আকাশে আজ কোথাও পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়নি**

**৯ অক্টোবর সারা দেশে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদ্যাপিত হবে**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

বাংলাদেশের আকাশে আজ কোথাও ১৪৪৪ হিজরি সনের পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। ফলে আগামীকাল ২৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পবিত্র সফর মাস ৩০ দিন পূর্ণ হবে এবং আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর বুধবার থেকে পবিত্র রবিউল আউয়াল মাস গণনা করা হবে। প্রেক্ষিতে আগামী ৯ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রবিবার সারা দেশে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপিত হবে।

আজ সন্ধ্যায় বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মুনিম হাসান।

সভায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান, প্রধান তথ্য অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোঃ শাহেনুর মিয়া, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম-সচিব মোঃ ছাইফুল ইসলাম, ঢাকা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কাজী হাফিজুল আমিন, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক মোঃ আজিজুর রহমান, বাংলাদেশ টেলিভিশনের সহকারী- পরিচালক (প্রশাসন) মোঃ নাজিম উদ্দিন, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব হাফেজ মাওলানা মুফতি রুহুল আমিন, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, সরকারী মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, চকবাজার শাহী জামে মসজিদের খতিব মুফতি শেখ নাঈম রেজওয়ান ও লালবাগ শাহী জামে মসজিদের খতিব মুফতী মুহাম্মদ নেয়ামতুল্লাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

শায়লা/রফিক/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/২০০১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৮৪

**তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর দুই সমন্বয় সভা**

**নির্বাচনি উপজেলায় ভার্চুয়ালি ও মন্ত্রণালয়ে সরাসরি**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ আজ সচিবালয়ে তাঁর নির্বাচনি এলাকা চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার মাসিক সমন্বয় সভায় ভার্চুয়ালি সভাপতিত্ব করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আতাউল গনি ওসমানীর পরিচালনায় সভায় স্থানীয় সকল বিভাগের কর্মকর্তারা তাদের কর্মবিবরণ, পরিকল্পনা ও যেখানে প্রতিবন্ধকতা আছে, সেগুলো তুলে ধরেন।

মন্ত্রী তাঁর দেয়া নানাবিধ নির্দেশনার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশানুসারে এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি না রাখার বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে পরিকল্পনা দাখিল ও পূর্ণ উদ্যমে কাজের নির্দেশ দেন।

এদিন বিকেলে মন্ত্রী তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করেন। সচিব মোঃ মকবুল হোসেনের পরিচালনায় মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা এবং অধিদপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিরা সভায় অংশ নেন।

#

আকরাম/পাশা/এনায়েত/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৯২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৮৩

**কলড্রপ বন্ধসহ নিরবচ্ছিন্ন মোবাইল সেবা নিশ্চিত করতে সরকার বন্ধপরিকর**

**--- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, মোবাইলের কলড্রপ বন্ধসহ নিরবচ্ছিন্ন মোবাইল সেবা নিশ্চিত করতে সরকার বন্ধপরিকর। তিনি বলেন, গ্রাহকগণ অর্থের বিনিময়ে যে সেবা গ্রহণ করেন তার পুরোটা পাওয়ার অধিকার তাদের আছে। অন্যদিকে কলড্রপের ক্ষতিপূরণ যাতে অপারেটরদেরকে দিতে না হয় সেজন্য অবশ্যই অবকাঠামোর যথাযথ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। বিদ্যমান হাজার হাজার বিটিএস সাইটে ধারণ ক্ষমতার বেশি গ্রাহক বৃদ্ধির প্রবণতা বন্ধ করে অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সুস্থ ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় মোবাইল অপারেটরসমূহকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

আজ ঢাকায় বিটিআরসি মিলনায়তনে মোবাইলে কলড্রপ, কলড্রপ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং গ্রাহককে টকটাইম ফেরত প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ প্রদান বিষয়ে বিটিআরসি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত থেকে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

গ্রাহকের কলড্রপের ভোগান্তি টাকা ফেরত দিলেই ক্ষতিপূরণ হবে তা ঠিক নয় বরং যে সেবার জন্য গ্রাহক তার অর্থ পরিশোধ করছে অপারেটরসমূহ তা দিতে না পারার জন্য তাকে তার টাকা ফেরত দিচ্ছে; এটা গ্রাহকের অধিকার এবং বিষয়টি মাইলফলক সিদ্ধান্ত বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি জনগণকে সন্তুষ্ট রাখার সুস্থ প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মোস্তাফা জব্বার বলেন, এক দেশ এক রেট পদ্ধতিতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ডেটা রেট নির্ধারণ করা হয়েছে। মোবাইল ডেটা রেট নির্ধারণের লক্ষ্যে ও কাজ শুরু হয়েছে। তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ডেটা ড্রপের বিষয়টিও ক্ষতিপূরণের আওতায় আনা হবে। তিনি অপারেটরদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা অবকাঠামো উন্নত করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। ক্ষতিপূরণ যাতে দিতে না হয় অবশ্যই আপনাদের সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে, সেবার গুণগতমান বাড়াতেই হবে। তিনি বলেন, ভাল সেবা দিলে কলড্রপের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

সংবাদ সম্মেলনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মোঃ খলিলুর রহমান, বিটিআরসি চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার এবং বিটিআরসির সংশ্লিষ্ট পদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বিটিআরসি চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার এ সময় কলড্রপ সংক্রান্ত বিষয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

#

শেফায়ত/পাশা/এনায়েত/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৮২

**আওয়ামী লীগ রাজপথে নামলে অন্য কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না**

**–তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগ রাজপথের দল। আমরা যদি আজকে আমাদের নেতাকর্মীদের সারা দেশে রাজপথে নামার জন্য ঘোষণা দেই তখন অন্য কাউকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।’

আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে বিএনপি আওয়ামী লীগকে রাস্তায় পরীক্ষা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে এ মন্তব্যের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ড. হাছান বলেন, ‘আমরা রাজপথে মল্লযুদ্ধ করতে চাই না, আমরা আমাদের কর্মীদেরকে সংযত হওয়ার নির্দেশনা দিয়েছি। আর বিএনপি তো রাজপথেই আছে এবং রাজপথে থাকতে গিয়ে তারা ২০১৩-১৪-১৫ সালে রাজপথের গাছপালা পর্যন্ত উপড়ে ফেলেছে, পুলিশ বক্স ভাঙচুর করেছে। আমরা চাই তারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করুক, এতে সরকারের পুলিশ প্রশাসনসহ সবাই তাদেরকে সহযোগিতা করবে এবং করছে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘কিন্তু বিএনপি আসলে চায় একটা সাংঘর্ষিক রাজনীতি। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সংঘর্ষ করা, পুলিশের সাথে সংঘর্ষ করা, মানুষের সাথে সংঘর্ষ করা। তারা চায় যাতে আরো প্রাণহানি ঘটে। আমি কিছু ভিডিও ক্লিপ দেখেছি, যদিও এখনো চূড়ান্ত হয়নি কিন্তু অনেকেই বলেছে মুন্সিগঞ্জে যে ছেলেটি মারা গেছে সে তাদেরই ইটের আঘাতে মারা গেছে।’

মন্ত্রী আরো বলেন, ‘বিএনপি যখন সমাবেশ করতে গিয়ে নিজেরা নিজেরা মারামারি করে, নিজেরা সমাবেশ পণ্ড করে, যখন পুলিশের ওপর হামলা পরিচালনা করে, জনগণের সম্পত্তির ওপর হামলা পরিচালনা করে ভাঙচুর করে, অগ্নিসংযোগ করে তখন জনগণ তাদের প্রতিহত অতীতেও করেছে, ভবিষ্যতেও করবে। আর জনগণের সাথে যদি আমাদের নেতাকর্মীরা থাকে বিএনপির তারা আর পালাবার পথ খুঁজে পাবে না। তাদের এই “খালি কলসি বাজে বেশি” ধরনের হুমকি-ধামকি আমরা প্রায় সাড়ে ১৩ বছর ধরে শুনে আসছি। দেশে শান্তি, স্থিতি রক্ষা সরকারের দায়িত্ব। সেটি বজায় রাখতে সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন সেটি অত্যন্ত সংযতভাবে সবসময় করে আসছে।’

নির্বাচন উপলক্ষ্যে রাজনীতি সরব হয়ে উঠছে এমন প্রসঙ্গে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, নির্বাচনের আগে সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অতীতের তুলনায় বেশি সরব হবে, এটিই স্বাভাবিক এবং এটি গণতান্ত্রিক রীতিনীতি চর্চারই অংশ। সুতরাং গণতান্ত্রিক রীতিনীতির চর্চা করে কেউ যদি আন্দোলন করে, সরকারের সমালোচনা করে, সরকারের বিরুদ্ধে বলে, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। সেটি করতে গিয়ে যদি সাংঘর্ষিক রাজনীতি করে সেখানেই বিপত্তি।

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রীর চলমান যুক্তরাষ্ট্র সফর প্রসঙ্গে প্রশ্নের জবাবে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর এই সফরটি এখন পর্যন্ত অত্যন্ত সফল। তার সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাক্ষাৎ হয়েছে, জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সাথে বৈঠক হয়েছে। অনেক দেশের সরকার প্রধান, রাষ্ট্র প্রধানদের সাথে সাক্ষাৎ ও বৈঠক হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আগামী ২ তারিখ সেখান থেকে রওনা হওয়ার কথা রয়েছে। আসার পর তিনি সবিস্তারে বলবেন, তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অত্যন্ত সফল একটা সফর হচ্ছে এবং এ কারণে যারা বিদেশিদের কাছে বারংবার ধর্ণা দেয় তাদের চেহেরাটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।’

#

আকরাম/পাশা/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৬৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৮১

**পঞ্চগড়ে নৌকাডুবির দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের মাঝে ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর অর্থ সহায়তা বিতরণ**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ও হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মোঃ ফরিদুল হক খান আজ পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার মাড়িয়া ইউনিয়নে করতোয়া নদীতে নৌকাডুবিতে প্রাণহানির ঘটনাস্থল এবং দেবিগঞ্জ উপজেলার শালডাঙ্গা ইউনিয়নে ছত্রশিকারপুর গ্রাম পরিদর্শন করেন। প্রতিমন্ত্রী এ সময় হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ হতে নিহত ব্যক্তিদের প্রত্যেক পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। এ সময় প্রতিমন্ত্রী নৌ দুর্ঘটনায় হতাহত ব্যক্তিদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেন ।

  পরিদর্শনকালে রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক পানি সম্পদ মন্ত্রী রমেশ চন্দ্র সেন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী মনোরঞ্জন শীল গোপাল এমপি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি ববিতা সরকার, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব দিলীপ কুমার ঘোষ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. মোঃ মনজুরুল হক, পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসক মোঃ জহুরুল ইসলামসহ স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

  উল্লেখ্য, গতকাল হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব মহালয়া উপলক্ষ্যে পূজা অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে নৌকাযোগে যাত্রীগণ পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার শ্রী শ্রী বদেশ্বরী মন্দিরে পারাপার হচ্ছিলেন। অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহনের কারণে নৌকাডুবি ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

#

আনোয়ার/পাশা/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/আরাফাত/লিখন/১৭৮১ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৮০

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৭১৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১৩ দশমিক ৫৮ শতাংশ। এ সময় ৫ হাজার ২৮৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৩৫৯ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৬৩ হাজার ৩০৮ জন।

#

কবীর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২২/১৬১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৭৯

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূলবার্তা :**

* **২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস সফল করুন**
* **দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ‘চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উৎপাদনশীলতা’**

#

শামছুর/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/মেহেদী/রবি/মাহমুদা/শামীম/২০২২/১৪৩০ ঘণ্টা

Handout Number : 3878

**Prime Minister’s message on the World Tourism Day**

Dhaka, 26 September :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following Message on the occasion of the World Tourism Day 2022 :

“I am happy to know that ‘World Tourism Day-2022’ is being celebrated duly in Bangladesh like other countries of the world under the initiative of the Ministry of Civil Aviation and Tourism. I think this year's theme ‘Rethinking Tourism’ set by the United Nations World Tourism Organization has been very timely in the economic recovery of the post-Covid-19 world.

The tourism industry is one of the major economic and labour-intensive sectors in the world. Tourism is being considered as an effective development strategy especially for developing nations. Due to the global pandemic of Covid-19, the tourism industry has greatly been affected in Bangladesh and all over the world. Currently, various countries of the world have started to recover economically by implementing new initiatives and ideas in the tourism industry after overcoming Covid-19 crisis.

Bangladesh is a country with huge tourism potential. Magnificent natural beauty, rich history and diverse culture have made our country a unique tourist destination with multidimensional attractions. Sundarbans, the world's largest mangrove forest, Cox's Bazar, the world's longest beach, the pristine beauty of Chittagong Hill Tracts, Sylhet's green forests and many other natural beauty spots, Bangladesh's rich cultural heritage, historical and archaeological sites and hospitable people are equally popular to not only the domestic but also to the foreign tourists and visitors.

The greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman took various steps to develop the tourism industry after our independence. He realized that through the planned development of the tourism industry, apart from ensuring the economic development of the country, it is possible to successfully highlight the glorious history, tradition, civilization, culture, antiquities and archaeology, diverse lifestyles of small ethnic groups and natural beauty of Bangladesh to the whole world. Realizing the economic importance of tourism, the Father of the Nation included tourism in the country's first five-year plan and established the ‘Bangladesh Tourism Corporation’ in 1972. He took multifaceted initiatives to make Cox's Bazar and Kuakata international tourist centres.

The Awami League government has taken a number of initiatives for the development of the country's tourism industry in the last 13 and a half years. In addition to domestic and foreign investment for the development of tourism sector, our government has created various tourism facilities including infrastructural development to ensure participation of the marginalized people in tourism. All the government and private organizations related to tourism must work together for the national economic development in addition to the development of the tourism industry by upholding local culture, traditions and values. Let's work together for the development and evolution of tourism and build hunger-poverty-free Golden Bangladesh as dreamt by the Father of the Nation by effectively portraying the country's tourism industry in the world forum.

I wish all the programmes marking the ‘World Tourism Day-2022’ a grand success.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Emrul/Dalia/Mehedi/Asma/2022/1000 hours

Handout Number : 3877

**President's message on the occasion of the World Tourism Day**

Dhaka, 26 September :

President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the World Tourism Day 2022 :

“I welcome the initiative of Ministry of Civil Aviation and Tourism to observe 'World Tourism Day 2022' in Bangladesh as elsewhere in the world. The theme of this year's World Tourism Day- ‘Rethinking Tourism’ is appropriate in the current global context.

Tourism is the natural inclination of human being. Through traveling people can come to each other. They may come across the different culture, history and civilization. We celebrate the ‘World Tourism Day' every year to create awareness about the social, cultural, political and economic importance of tourism as well as to inform everyone about the contribution of tourism in the achievement of Sustainable Development Goals and the national economy. I believe that this initiative will encourage universal participation in tourism related activities as well as realizing the importance of the tourism industry in economic and social development.

Bangladesh has enormous potential to develop tourism industry. Every region of this country has distinct beauty and numerous unique touristic and heritage sites. If the tourism industry develops in these regions, employment opportunities will be created for a large number of people, which will become an important regulator in the development of the people's living standards and the development of the economy. Tourism related public and private entrepreneurs and institutions must work in a coordinated and planned way for advancement of tourism industry. I urge all the public and private stakeholders to carry out development activities in the tourism industry maintaining and preserving the environmental balance and the cultural heritage of the country.

I wish all out success of ‘World Tourism Day 2022’.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.”

#

Hasan/Dalia/Mehedi/Shamim/2022/9.38 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৭৬

**বিশ্ব পর্যটন দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৭ সেপ্টেম্বর ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২২’ যথাযথভাবে উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত এবারের প্রতিপাদ্য ‘Rethinking Tourism’ কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্বের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে ক্ষেত্রে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

পর্যটন শিল্প বিশ্বে একটি অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক ও শ্রমঘন খাত। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য পর্যটন একটি কার্যকর উন্নয়ন কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বিশ্বব্যাপী করোনা অতিমারির কারণে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে পর্যটন শিল্প ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে করোনা অতিমারির সংকট কাটিয়ে পর্যটন শিল্পে নতুন উদ্যোগ ও ভাবনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার করতে শুরু করেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ।

বাংলাদেশ বিপুল পর্যটন সম্ভাবনাময় একটি দেশ। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ ইতিহাস, বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি আমাদের দেশকে পরিণত করেছে একটি বহুমাত্রিক আকর্ষণসমৃদ্ধ অনন্য পর্যটন গন্তব্যে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন, পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রামের অকৃত্রিম সৌন্দর্য, সিলেটের সবুজ অরণ্যসহ আরো অনেক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহ এবং অতিথি পরায়ণ মানুষ শুধু দেশীয় নয় বিদেশি পর্যটক ও দর্শনার্থীদের কাছেও সমান জনপ্রিয় এবং সমাদৃত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মহান স্বাধীনতার পর পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, পর্যটন শিল্পের পরিকল্পিত বিকাশের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি সারাবিশ্বে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, পুরাকীর্তি ও প্রত্নতত্ত্ব, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় জীবনধারা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সফলভাবে তুলে ধরা সম্ভব। পর্যটনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করেই জাতির পিতা দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পর্যটনকে গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কক্সবাজার ও কুয়াকাটাকে আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করার জন্য নানামুখী পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগ সরকার দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টিতে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। স্থানীয় কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে পর্যটনের উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আসুন, সম্মিলিতভাবে পর্যটনের উন্নয়ন ও বিকাশে কাজ করে বিশ্ব দরবারে দেশের পর্যটন শিল্পকে কার্যকরভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

আমি ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/ডালিয়া/মেহেদী/মাহমুদা/আসমা/২০২২/১০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৭৫

**বিশ্ব পর্যটন দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৭ সেপ্টেম্বর ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২২’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবছর বিশ্ব পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্য ‘Rethinking Tourism’ যার ভাবার্থ ‘পর্যটনে নতুন ভাবনা’ বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

পর্যটন মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ ভ্রমণের মাধ্যমে একে অপরের সান্নিধ্যে আসে। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সভ্যতা সম্পর্কে জানতে পারে। প্রতিবছর বিশ্ব পর্যটন দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সকলকে পর্যটনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন ও জাতীয় অর্থনীতিতে পর্যটনের অবদান সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এ উদ্যোগ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব অনুধাবনের পাশাপাশি পর্যটন বিষয়ক কর্মকাণ্ডে সার্বজনীন অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করবে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প বিকাশের অবারিত সুযোগ রয়েছে। এদেশের প্রতিটি অঞ্চলের রয়েছে আলাদা সৌন্দর্য। রয়েছে অসংখ্য স্বতন্ত্র পর্যটন সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান। এসব অঞ্চলে পর্যটন শিল্প বিকাশ লাভ করলে বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে যা মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকের ভূমিকা পালন করতে পারে। পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিতে পর্যটন সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানকে পরিকল্পিত উপায়ে সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। আমি পরিবেশের ভারসাম্য ও দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখে পর্যটন শিল্পে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/ডালিয়া/মেহেদী/শামীম/২০২২/৯.৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৭৪

**বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিনের মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৭ সেপ্টেম্বর বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিনের এর ৩৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন-এর ৩৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

গাজীপুরের কৃতিসন্তান মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৬০ সালে এলএলবি পাস করে আইন পেশায় আত্মনিয়োগ করার পাশাপাশি রাজনীতিতেও সক্রিয় হন। তিনি ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনা কমিটি এবং মামলা পরিচালনা করার জন্য গঠিত ‘মুজিব তহবিল’ এর আহ্বায়ক ছিলেন। একজন বিচক্ষণ আইনজীবী ও রাজনীতিক হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসিকতার সঙ্গে তিনি এ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। শহিদ ময়েজউদ্দিন বৃহত্তর ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং পরবর্তীতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ ও ১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে গাজীপুর-কালীগঞ্জ নির্বাচনি এলাকা থেকে তিনি যথাক্রমে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৪ সালে সেনাশাসক এরশাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি প্রথম শহিদ হয়েছিলেন।

মাটি ও মানুষের সঙ্গে মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিনের ছিল নিবিড় সম্পর্ক। তাঁর ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা, সততা ও দেশপ্রেম সকলকে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর জীবনাদর্শ তরুণ রাজনীতিবিদদের জন্য অনুসরণীয় হয়ে থাকবে।

আমি শহিদ মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন-এর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/ডালিয়া/মেহেদী/মাহমুদা/আসমা/২০২২/৯.৩০ ঘণ্টা